যুগান্তর

তারিখ ২৫ JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে শনিবার বেলুন উড়িয়ে হিরণ্ময় অ্যালামনাই মেলবন্ধন-২০১৬ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তর

ঢাবিতে হিরণ্ময় মিলনমেলা

সাবেক শিক্ষার্থীদের পদচারণা আর স্মৃতি রোমন্থনে মুখর ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

মাঘের সকাল। কনকনে শীত। তার ওপর মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। পুবের আকাশে সূর্যেরও দেখা নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শীতের কোনো আবহই চোখে পড়ল না। হাজার হাজার প্রাক্তন শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ। পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে ছুটে আসেন তারা। দল-মত, বয়স-পেশা নির্বিশেষে সবাই মিশে যান প্রাণের উচ্ছ্বাসে। যেন তাদের একটাই পরিচয়— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে আয়োজন করা হয় 'হিরণ্ময় অ্যালামনাই মেলবন্ধন-২০১৬'। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। চল্লিশের দশকের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সদ্য সাবেক হওয়া শিক্ষার্থীরা যোগ দেন অনুষ্ঠানে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য ১০০ কোটি টাকার তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে শুরু হয় দিনব্যাপী মেলবন্ধন অনুষ্ঠান। বেলুন উড়িয়ে, পতাকা তুলে এবং জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এ আনন্দ আয়োজনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ (৯৭ বছর) সদস্য ও অর্থনীতি বিভাগের ৩৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী মেজবাহ-উল-বার চৌধুরী। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের ১৭০নং কক্ষে থাকতেন বলে জানিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ (৯২ বছর) নারী সদস্য ড. আফিয়া দিল।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রকিব উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মহাসচিব দেওয়ান রাশেদুল হাসানের পরিচালনায় এ সময় **ঢাবিতে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪**

ঢাবিতে : হিরণ্ময় মিলনমেলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ ও বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ ছাড়া দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কৃতী শিক্ষার্থীরা।

প্রায় আট হাজার অ্যালামনাই অংশ নেন মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে। সকালের পর্ব শেষে বেলা ১১টার দিকে শুরু হয় একাল-সেকাল নিয়ে বিশেষ বিতর্ক অনুষ্ঠানের। এতে অংশ নেন ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ড. অজয় রায় চৌধুরীসহ একসময়ের তুখোড় বিতার্কিকরা। পর্বটি পরিচালনা করেন রকিব উদ্দিন আহমেদ। এরপরেই শুরু হয় বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান। সন্ধ্যায় দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ৯টার দিকে অনুষ্ঠানের সমাপনী টানা হয়।

বয়স যাই হোক, সময় যতই গড়াক, ব্যক্তি জীবনের সব পরিচয় ছাপিয়ে একটি দিন সবার পরিচয় এক হয়ে গেল। সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সবার জীবনে মিশে আছে একটি প্রতিষ্ঠান। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'যতদিন বেঁচে আছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আছি।' সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৭২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবুল হোসেন বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি বলেই তো সমাজে আজ আমার এ অবস্থান। এখানে যখনই আসি তখনই অনুভূতি ভালো হয়ে যায়।'

মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে পুরনো স্মৃতি, পুরনো কথা, পুরনো প্রেম সবই যেন আবারও ফিরে ফিরে আসে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু-বান্ধবীদের দেখে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গণসঙ্গীতশিল্পী ফকির আলমগীর বলেন, 'এই মেলবন্ধন অনুষ্ঠান একটি ঐক্যের ও মিলনের প্রতীক। দল-মত নির্বিশেষে এখানে সবাই যেন একাকার হয়ে গেছে। সবাই ফিরে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ের স্মৃতিতে।' বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেই মনের ভেতরে আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।'

সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানে একত্র হলেই আমরা ফিরে যাই সেই দিনগুলোতে যখন আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম কিংবা ছাত্র ছিলাম। এখন আমার বড় পরিচয় আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য। সবার মতো আমিও অত্যন্ত গর্ববোধ করছি।' তিনি বলেন, 'যেমনিভাবে পেছনে ফিরে তাকালে অনেক স্মৃতি রয়েছে, তেমনিভাবে সামনেও তাকাতে হয় পরিবর্তনকে সামনে নিয়ে। কেননা যা সবসময় টিকে থাকে— তা হচ্ছে কেবলই পরিবর্তন। আমরা চাই, যাতে সুন্দর একটি বিশ্ববিদ্যালয়, সুন্দর একটি দেশ বিশ্বকে উপহার দিতে পারি।'

বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি একটি পরিচয় নিয়ে। তা হল, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। আমরা বিভিন্ন পেশায় থাকলেও এটিই আমাদের বড় পরিচয় যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।' এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে সত্যের ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।